স্কুল স্যানিটেশন ও হাইজিন শিক্ষা কার্যক্রম

বাস্তবায়ন সহায়িকা

ব্র্যাক ওয়াশ কর্মসূচি

ভূমিকা

বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে মানুষ যেসব কারণে মারা যায় সেগুলো অনেকটাই প্রতিরোধযোগ্য যা উন্নত স্বাস্থ্যাভ্যাস চর্চার মাধ্যমে সম্ভব। বিশ্বে মোট শিশুমৃত্যুর ২৫ শতাংশ কারণ হল ডায়রিয়া। আর বাংলাদেশে মোট শিশুমত্যুর এক-তৃতীয়াংশ কারণ হল ডায়রিয়া। নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা এবং উন্নত স্বাস্থ্যাভ্যাস বিশেষ করে সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার অভ্যাস ডায়রিয়ার ৫০ শতাংশ এবং শ্বাস-নালীতে সংক্রমনজনিত রোগ ((ARI) এক-তৃতীয়াংশ কমাতে পারে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশের স্কুলগুলোতে নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা পর্যাপ্ত না থাকার কারণে ছাত্র-ছাত্রীরা পানি ও মলবাহিত বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। পানি ও স্যানিটেশনজনিত রোগসমূহ প্রতিরোধের লক্ষ্যে বিদ্যালয়ে নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা প্রদানের পাশাপাশি হাইজিন শিক্ষার দ্বারা ইতিবাচক আচরণ চর্চার পরিবেশ সৃষ্টি করা অপরিহার্য।

ব্র্যাক ১৯৭২ সাল থেকে বিভিন্ন স্বাস্থ্য সেবামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে দরিদ্র জনগণের বিশেষ করে নারী ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নয়ন করেছে। আশির দশকে ডায়রিয়া নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচিতে ব্র্যাকের অবদান ছিল সর্বজন বিদিত। বর্তমানে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (MDGs) দু'টি লক্ষ্য (শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস এবং টেকসই পরিবেশ নিশ্চিত) পূরণের উদ্দেশ্য নিয়ে ব্র্যাক ২৫০টি উপজেলায় নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিন (ওয়াশ) কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এই কর্মসূচির আওতায় যেসব কার্যক্রম রয়েছে স্কুল স্যানিটেশন ও হাইজিন শিক্ষা কার্যক্রম তার মধ্যে অন্যতম।

স্কুল স্যানিটেশন ও হাইজিন শিক্ষা বিষয়ক এই গাইডলাইনে হার্ডওয়ার ও সফ্টওয়ারমূলক কাজের সমন্বয়ের মাধ্যমে কিভাবে একটি স্কুলে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ তৈরী করা যায় সে সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়েছে। হার্ডওয়ার সহায়তার মধ্যে রয়েছে স্কুল ক্যাম্পাসে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপন করা, যেখানে নিরাপদ পানি ও হাত ধোয়ার সু-ব্যবস্থাসহ নিরাপদভাবে মানব বর্জ্য ও অন্যান্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনা অন্তর্ভুক্ত। আর সফ্টওয়ার সহায়তা হল এমন কতকগুলো কার্যক্রম যা স্কুলের ছাত্র/ছাত্রী ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গকে নিরাপদ হাইজিন আচরণ অভ্যাসে পরিণত করার মাধ্যমে তাদের পানি ও মলবাহিত বিভিন্ন রোগ জীবাণুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারে।

স্কুল স্যানিটেশন ও হাইজিন শিক্ষা বিষয়ক এই গাইড লাইনটি স্কুল স্যানিটেশনের সঙ্গে সম্পৃক্ত যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের জন্য সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে কাজ করবে। ব্র্যাক ওয়াশ কর্মসূচির অভিজ্ঞতার আলোকে এই গাইড লাইনটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

কাদের জন্য এই গাইডলাইন

- ইউএম, জেএসএস (টেকনিক্যাল), পিও, এফও
- স্টুডেন্ট ব্রিগেড সদস্য
- স্কুল ওয়াশ কমিটির সদস্য
- স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য
- স্কুলের শিক্ষকমন্ডলী

সূচিপত্রঃ

স্কুল স্যানিটেশন ও হাইজিন শিক্ষা কার্যক্রম 3
স্কুল স্যানিটেশন ও হাইজিন শিক্ষা কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য 3
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শুধুমাত্র ছাত্রীদের জন্য কেন ল্যাট্রিন নির্মাণ করা হয়? 3
প্রথম অধ্যায় 4
স্কুলে স্যানিটেশন ও হাইজিন শিক্ষা (SSHE) কর্মসূচির প্রারম্ভিক বিবেচ্য বিষয় 5
স্কুলে ল্যাট্রিন স্থাপনের পূর্বে করণীয় 5
স্কুলে ল্যাট্রিন স্থাপনকালীন করণীয় 5
জেএসএস (টেকনিক্যাল) কী দায়িত্ব পালন করবেন? 5
পিও/এফও কী দায়িত্ব পালন করবেন? 7
ইউএম/আরএম/এসআরএম কী পর্যবেক্ষণ করবেন? 8
স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি/শিক্ষক মন্ডলী কী পর্যবেক্ষণ করবেন? 8
ল্যাট্রিন হস্তান্তর ও ওরিয়েন্টেশন 8
দ্বিতীয় অধ্যায় 10
ল্যাট্রিন ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্কুলে বিভিন্ন কমিটি গঠন এবং তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য 11
স্টুডেন্ট ব্রিগেড ঃ 11
স্টুডেন্ট ব্রিগেডের উদ্দেশ্য 11
স্টুডেন্ট ব্রিগেড গঠন কাঠামো 11
স্টুডেন্ট ব্রিগেডে ছাত্রছাত্রীদের করণীয় 11
স্টুডেন্ট ব্রিগেড কর্তৃক কর্মপরিকল্পনা তৈরি 12
স্টুডেন্ট ব্রিগেড কর্তৃক মনিটরিং চেকলিস্ট 13
স্কুল ওয়াশ কমিটি ঃ 14
স্কুল ওয়াশ কমিটির গঠন কাঠামো 14
স্কুল ওয়াশ কমিটির কাজ 14
বার্ষিক স্কুল ওয়াশ উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা 14
নবীন শিক্ষার্থীদের ব্রিগেডে অন্তর্ভুক্তিকরণ ও দায়িত্ব বন্টন 15
তহবিল গঠন 15
তহবিলের উৎস 15
আয়-ব্যয় ব্যবহারের কৌশল ঃ 15
হাইজিন প্রমোশন বিষয়ক শ্রেণিভিত্তিক আলোচ্যসূচি নির্ধারণ 16
ফ্লিপচার্ট/পোস্টার ব্যবহারের নিয়ম 16
স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি/স্কুল ওয়াশ কমিটি/শিক্ষকমন্ডলী কর্তৃক পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট 16
পিও এর দায়িত্ব ও কর্তব্য 17
পিও কর্তৃক পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট 17
ইউএম/আরএম কর্তৃক পর্যবেক্ষণ চেকলিষ্ট 18
রেজিস্টারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মিটিং তথ্য পূরণ ছকঃ 0

স্কুল স্যানিটেশন ও হাইজিন শিক্ষা কার্যক্রম

স্কুল স্যানিটেশন ও হাইজিন এডুকেশন (SSHE) ব্র্যাক ওয়াশ কর্মসূচির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ছাত্র-ছাত্রীদের হাইজিন শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে এই কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন এবং হাইজিন কর্মসূচি সংক্রান্ত বার্তা প্রদান ও যে সমস্ত স্কুলে ছাত্রীদের পৃথক ল্যাট্রিন বা পর্যাপ্ত ল্যাট্রিন নেই সেই সমস্ত স্কুলে আর্থিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে দুই কক্ষবিশিষ্ট ল্যাট্রিন স্থাপন করা হয়। ব্র্যাক ওয়াশ কর্মসূচির আওতাধীন এলাকায় প্রতিটি ইউনিয়নে ৩টি করে মাধ্যমিক স্কুলে ছাত্রীদের জন্য পৃথক ল্যাট্রিন স্থাপন করার পরিকল্পনা করা হয়। ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত মোট ৪,৬৫৮ টি মাধ্যমিক স্কুলে ছাত্রীদের জন্য পৃথক ল্যাট্রিন স্থাপন করা হয়েছে, ২৮৪ টির কাজ চলমান রয়েছে এবং ১,৪৮৮ টি বিদ্যালয়ে ল্যাট্রিন নির্মাণের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। স্থাপনকৃত ল্যাট্রিনগুলো স্বাস্থ্যসম্মতভাবে ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে স্টুডেন্ট ব্রিগেড গঠন করা হয়েছে এবং তাদের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করার জন্য ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষকমন্ডলী ও স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটির সদস্যদের সমন্বয়ে স্কুল ওয়াশ কমিটি গঠন করা হয়েছে।

স্কুল স্যানিটেশন ও হাইজিন শিক্ষা কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

লক্ষ্য

স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপন ও হাইজিন অভ্যাস গঠনের মাধ্যমে স্কুলে টেকসই স্বাস্থ্যকর পরিবেশ গড়ে তোলা।

উদ্দেশ্য

- ব্যক্তিস্বাস্থ্য সর্ম্পকে সচেতন করা
- পৃথক ল্যাট্রিন স্থাপনের মাধ্যমে ছাত্রীদের স্কুলের উপস্থিতির হার বৃদ্ধি করা
- ডাম্পিং ব্যবস্থা নিশ্চিত করা
- স্কুলের শ্রেণীকক্ষ ও আঙিনা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা
- হাইজিন অভ্যাস আচরণে পরিণত করা।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শুধুমাত্র ছাত্রীদের জন্য কেন ল্যাট্রিন নির্মাণ করা হয়?

বাংলাদেশের স্কুল বিশেষ করে গ্রাম এলাকার স্কুলগুলোতে নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা হয় অপর্যাপ্ত অথবা একেবারেই নাই বললেই চলে যার কারণে ছাত্র-ছাত্রীরা বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। স্কুলের ১টি ল্যাট্রিন সর্বোচ্চ ৫০ জন ছাত্রছাত্রী ব্যবহার করা উচিত বলে বাংলাদেশ সরকার একটি আদর্শ মান নির্ধারণ করেছেন (WASH in Schools Country Profile Bangladesh)। ইউনিসেফের এক গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশের স্কুলে গড়ে ১৫২ জন ছাত্র-ছাত্রীর জন্য ১টি ল্যাট্রিন ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে, যেখানে উন্নত বিশ্বে গড়ে ২০-৩০ জন ব্যবহার করে ১টি ল্যাট্রিন। অর্থাৎ সার্বজনীন বিবেচনায় বাংলাদেশের স্কুল স্যানিটেশন পরিস্থিতি অত্যন্ত নাজুক। ছাত্রদের তুলনায় ছাত্রীরাই এই ভয়াবহ পরিস্থিতির মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। ছাত্ররা বিভিন্নভাবে তাদের সমস্যা সমাধান করতে পারলেও ছাত্রীদের পক্ষে সমাধান করা সম্ভব হয় না। ফলে তারা দীর্ঘ সময় পায়খানা প্রশ্রাব আটকে রাখতে বাধ্য হয়। এতে তারা কিডনী রোগসহ বিভিন্ন জটিল রোগে আক্রান্ত হয়। তাছাড়া স্কুলে স্যানিটেশন সুবিধা অপর্যাপ্ত থাকার কারণে স্কুলে যাওয়া অনিয়মিত হয়ে যায় এবং এক পর্যায়ে তারা স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিতে পারে। অন্যদিকে চাহিদার তুলনায় সম্পদ অপ্রতুল হওয়ায় অগ্রাধিকার বিবেচনা করে ব্র্যাক ওয়াশ কর্মএলাকায় মাধ্যমিক স্কুলে শুধুমাত্র ছাত্রীদের জন্য দ্বিকক্ষবিশিষ্ট ল্যাট্রিন নির্মাণ করা হয়। তবে ছাত্রীদের জন্য ল্যাট্রিন নির্মাণ করা হলেও স্কুলের সার্বিক স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়।

প্রথম অধ্যায়

স্কুলে স্যানিটেশন ও হাইজিন শিক্ষা কর্মসূচির প্রারম্ভিক বিবেচ্য বিষয়

স্কুলে স্যানিটেশন ও হাইজিন শিক্ষা (SSHE) কর্মসূচির প্রারম্ভিক বিবেচ্য বিষয়

ওয়াশ কর্মসূচির আওতাধীন এলাকার প্রতিটি স্কুলেই স্যানিটেশন ও হাইজিন শিক্ষা প্রদান করা হবে। তবে হার্ডওয়ার সহায়তার জন্য কতকগুলো পূর্বশর্ত (Criteria) বিবেচনা করা প্রয়োজন। যেমন ঃ

- এমপিওভুক্ত মাধ্যমিক স্কুল
- ছাত্রী সংখ্যা বেশী এমন মাধ্যমিক স্কুল
- নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা বঞ্চিত বালিকা স্কুল
- মেয়েদের জন্য নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা অপর্যাপ্ত এমন মাধ্যমিক স্কুল
- অপেক্ষাকৃত কম সম্পদশালী মাধ্যমিক স্কুল
- স্কুল কর্তৃপক্ষের আগ্রহ রয়েছে এমন মাধ্যমিক স্কুল।

স্কুলে ল্যাট্রিন স্থাপনের পূর্বে করণীয়

ক. স্থান নির্বাচন: স্কুলে ল্যাট্রিন স্থাপনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। স্থান জায়গা নির্বাচন সঠিক হলে ল্যাট্রিন ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা যায়। যেহেতু মেয়েদের ব্যবহারের জন্য ল্যাট্রিন নির্মাণ করা হয় সেহেতু মেয়েদের কমনরুম কিংবা তাদের জন্য সুবিধাজনক স্থান নির্বাচন করা উচিত। আবার ল্যাট্রিন স্থাপন করে কিছুদিন পর সেখানে অন্য ভবন নির্মাণের ফলে যাতে ল্যাট্রিন ভেঙে ফেলতে না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা উচিত। স্কুলে ল্যাট্রিন নির্মাণের পূর্বে সাধারণভাবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করা উচিতঃ

- ভবিষ্যতে উক্ত স্থানে কোন বিল্ডিং বা স্থাপনা করার পরিকল্পনা আছে কি না
- বর্ষাকালে ল্যাট্রিন ব্যবহারে সমস্যা হবে কি না
- পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি ছাত্রীদের ল্যাট্রিন ব্যবহারে বাঁধাগ্রস্থ করবে কি না
- পর্যাপ্ত আলোর সুবিধা আছে কি না
- স্থানীয় পর্যায়ে অন্যান্য সমস্যা বা অবস্থা বিবেচনা করতে হবে।

খ. চুক্তিপত্র সম্পাদন: প্রাথমিকভাবে আলোচনার পর স্কুল কর্তৃপক্ষ ও ব্র্যাক ওয়াশ কর্মসূচির মধ্যে একটি চুক্তিপত্র সম্পাদন করতে হবে। চুক্তিপত্রে যেসব বিষয় উল্লেখ থাকা জরুরী তা হলঃ খসড়া বাজেট তৈরি করা, বাজেট যাই হোক না কেন ওয়াশ কর্মসূচি কর্তৃক বরাদ্দ সুনির্দিষ্ট করা, ব্র্যাক ও স্কুল কর্তৃপক্ষ কারা কোন্ কোন্ খাতে খরচ করবে তা স্কুল কর্তৃপক্ষ, ব্র্যাক হিসাব বিভাগ ও ওয়াশ কর্মসূচির ১জন করে প্রতিনিধির মাধ্যমে ক্রয় কমিটি গঠন, ক্রয় কমিটির মাধ্যমে মালামাল ক্রয় নিশ্চিত করা, ব্র্যাক ওয়াশ কর্মসূচির নক্শা অনুসরণ করে কার্য সম্পাদন করা।

স্কুলে ল্যাট্রিন স্থাপনকালীন করণীয়

জেএসএস (টেকনিক্যাল) কী দায়িত্ব পালন করবেন?

স্কুল স্যানিটেশন ও হাইজিন শিক্ষা কার্যক্রমে ল্যাট্রিন স্থাপনকালীন জেএসএস (টেকনিক্যাল) গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করবেন। দরপত্র মূল্যায়ন ও ঠিকাদার নিয়োগে সম্পৃক্ত থাকতে হবে। নির্মাণ কারিগর ও রাজমিস্ত্রীকে অগ্রিম প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। ল্যাট্রিন স্থাপনের জন্য প্রথমে লে-আউট দিতে হবে এবং প্রতিটি মালামালের গুণাগুণ যাচাই করে প্রধান কার্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত নক্শা অনুযায়ী কাজ বাস্তবায়ন করতে হবে। মালামালের গুণাগুণ যাচাই করার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করা প্রয়োজন:

- **খোয়া**
  - ৩/৪ ডাউন গ্রেড হবে
  - রাবিশমুক্ত হবে
  - পিকেটের তৈরি হতে হবে।
- **বালি**
  - শুকনো বালি এক হাতের তালুতে রেখে অন্য হাতের বৃদ্ধাঙ্গুল দিয়ে কয়েকবার ঘষা দিয়ে হাতের বালি ফেলে দিতে হবে। যদি হাতের তালুতে ধূলা/ময়লা লেগে থাকে তবে বুঝতে হবে বালিতে মাটি আছে।

- কাঁচের গ্লাসে একভাগ বালি ও তিনভাগ পানি মেশানোর পর যদি ৩০ সেকেন্ডের মধ্যে সব বালি নিচে পড়ে যায় এবং উপরে স্বচ্ছ পানি থাকে তবে বুঝতে হবে বালি ভাল।

- **সিমেন্ট**
  - জমাট বাঁধা থাকবে না
  - একমুঠো সিমেন্ট পানিতে ধরলে যদি গরম অনুভূত হয় তবে তা ভাল সিমেন্ট।
- **প্রথম শ্রেণির ইট**
  - আদর্শ ইটের মাপ হবে ৯.৫X ৪.৫X ২.৭৫ এবং কোণাগুলো হবে ধারালো
  - দুইটি ইট পরস্পর আঘাত করলে ধাতব পদার্থের ন্যায় শব্দ হবে
  - একটি ভাল মানের ইট পানিতে ভেজালে তার ওজনের ১৫% পানি শোষণ করবে
  - নখ দিয়ে আচড় দিলে দাগ পড়বেনা।
- **রড**
  - ৪০ গ্রেড হবে
  - ফাটা থাকবে না
  - মরিচা থাকবে না
  - সোজা থাকবে
- পাইপ ও স্যানিটারি ফিটিংস ক্রয়ের পূর্বে অবশ্যই
  - পাইপের পূরুত্ব ও সাইজ যথাযথ কি না
  - সাইফন/গুজনেক যথাযথ ডিজাইনের কি না তা দেখে নিতে হবে।

ল্যাট্রিন স্থাপনকালীন জেএসএস (টেকনিক্যাল) নিম্নলিখিত বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করবেন।

- ল্যাট্রিনের ফাউন্ডেশন মাটির আদি শক্ত স্তর থেকে ১৫" চওড়া এবং ১২" গভীরতায় কাটতে হবে। তবে স্থানভেদে এর পরিবর্তন হতে পারে।
- মাটি কাটার পর নিচে পলিথিন বিছিয়ে ১৫" চওড়া ও ৩" পুরুত্বে সি.সি ঢালাই দিতে হবে
- ১৫ ইঞ্চি চওড়া করে ১ লেয়ার ইটের গাঁথুনি হবে
- ১৫ ইঞ্চি গাঁথুনির উপর ১০ ইঞ্চি ২ লেয়ার গাঁথুনি হবে
- ১০ ইঞ্চি গাঁথুনির উপর ৫ ইঞ্চি গাঁথুনি মেঝে পর্যন্ত নির্মাণ করতে হবে
- মেঝে লেভেল পর্যন্ত গাঁথুনির পর এক ইঞ্চি পুরুত্বের ডি.পি.সি বা ড্যাম প্রুফ কোর্স ঢালাই দিতে হবে
- প্রতিটি ল্যাট্রিনের অভ্যন্তরে মাপ হবে ৪.৫X ৪.৫
- বারান্দা ৪ ফুট চওড়া হবে
- বিল্ডিংয়ের উচ্চতা ৬.৫ ফুট হতে হবে (মেঝে থেকে ছাদের তলা পর্যন্ত)
- ছাদের কার্ণিশ হবে ল্যাট্রিনের দেয়াল থেকে বাইরের দিকে ১ ফুট
- ছাদ ঢালাইয়ের জন্য ১০ mm রড ৭ ইঞ্চি পরপর বাঁধতে হবে
- প্লাস্টারের সময় কার্ণিশের নিচে জল পট্টি দিতে হবে
- ভিতরের স্কার্টিং মেঝে থেকে উপরের দিকে ১৫ ইঞ্চি উচ্চতায় হবে
- বাইরের স্কার্টিং মেঝে থেকে নিচের দিকে মাটি হতে আরও ৩ ইঞ্চি নিচ পর্যন্ত হবে
- ল্যাট্রিনে প্রবেশের প্রধান দরজা ২.৫X ৬.৫ এবং ভিতরের দরজা ২.২৫X ৬.৫ হতে হবে
- প্যান ফিটিংয়ের সময় পিছনের দেয়াল থেকে কমপক্ষে ৯ ইঞ্চি সামনে প্যান স্থাপন করতে হবে এবং অবশ্যই উত্তর-দক্ষিণ দিকে হতে হবে।
- প্যানের পিছনে দেয়ালের বাইরের দিকে Door tee লাগাতে হবে যার নিচে ব্যান্ড পাইপ দিয়ে যুক্ত করে পরিদর্শন পিটে (Y জংশন) সংযোগ দিতে হবে। উল্লেখ্য যে, সংযোগ পাইপটি অবশ্যই মাটির আদি শক্ত স্তর থেকে ১ ফুট নিচে হবে। সংযোগ পাইপটি পরিদর্শন পিটের সাথে স্থাপনকালে কমপক্ষে ১:১০০ অনুপাতে ঢালু রাখতে হবে। অর্থাৎ প্রতি ফুটে ১ সুতা বা ১/৮ ইঞ্চি ঢালু রাখতে হবে।

- পরিদর্শন পিটে (Y জংশন) সংযুক্ত বহির্গমণ লাইন দু'টির যেকোন ১টি বন্ধ রাখতে হবে এবং তা অবশ্যই স্কুল কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে। পরবর্তীতে চালু পিটটি ভরে গেলে চলমান বহির্গমণ লাইনটি বন্ধ করে এবং বন্ধ বহির্গমণ লাইনটি চালু করার জন্যেও স্কুল কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে।
- ল্যাট্রিনের পিছনে দু'টি সোক পিট করতে হবে। সোক পিটের প্রতিটিতে ৩০ ইঞ্চি ব্যাস হলে কমপক্ষে ১০টি এবং ৪২ ইঞ্চি ব্যস হলে কমপক্ষে ৬টি রিং বসাতে হবে। সোক পিটের একটি হতে অন্যটির দূরত্ব হবে পিটে যতগুলো রিং ব্যবহার করা হয়েছে কমপক্ষে ততফুট অর্থাৎ দূরত্ব হবে কমপক্ষে ৬ ফুট।
- ল্যাট্রিনের ভিতরে পানির উৎস (ট্যাপ/বদনা) অবশ্যই ডান পাশে এবং সাবান দানি বাম পাশে স্থাপন করতে হবে। ট্যাপের উচ্চতা মেঝে থেকে কমপক্ষে ১ ফুট হবে। প্যানের পিছনে এক কোণায় ন্যাপকিন বা টিস্যু পেপার ফেলার জন্য প্যাডেল লিভারযুক্ত ডাম্পার রাখতে হবে।
- ল্যাট্রিনের ভিতরের ডাম্পার ভরে গেলে তার নিরাপদ অপসারণের জন্য ল্যাট্রিনের বাইরে তুলনামূলক আড়ালে ৩ রিং বিশিষ্ট ১টি ডাম্পার স্থাপন করতে হবে। ডাম্পারটি আড়াই ফুট মাটির নিচে এবং ৬ ইঞ্চি মাটির উপরে থাকবে। রিং বসানোর জন্য মাটি কেটে নিচে ২ ইঞ্চি পুরুত্বে সি.সি ঢালাই দিতে হবে এবং ঢালাইয়ের উপর ৩টি রিং বসাতে হবে। প্রতিটি রিংয়ের সংযোগ স্থলে প্লাস্টার দিয়ে বন্ধ করে দিতে হবে যাতে বাইরে থেকে পানি ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে। ডাম্পারটির ঢাকনার মাঝখানে ১০´´X ১০´´ ফাঁকা জায়গা থাকবে এবং ফাঁকা জায়গার চারপাশে বিড দিতে হবে যাতে পানি ভিতরে ঢুকতে না পারে। উক্ত ফাঁকা জায়গার উপর ১২´´X ১২´´ সাইজের ঢাকনা দিতে হবে এবং এটি ধরার জন্য রড দিয়ে ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- বারান্দায় ১টি বেসিন এবং তার উপরে ১টি লুকিং গ্লাস থাকবে। বেসিনের উচ্চতা হবে মেঁঝে থেকে সর্বোচ্চ আড়াই ফুট। বেসিনের পানি বের হওয়ার জন্য একটা ফ্লোর ট্র্যাপ থাকবে যা ল্যাট্রিনের বাইরে থাকা ৩ রিং বিশিষ্ট ওয়েস্ট ওয়াটার কালেকশন পিটের সাথে সংযুক্ত থাকবে।
- ল্যাট্রিনের পানির উৎস যদি নলকূপ হয় তবে সোক পিট থেকে নিরাপদ দূরত্ব অর্থাৎ কমপক্ষে ৩৩ ফুট দূরে নলকূপটি স্থাপন করে মাটির কমপক্ষে দেড় ফুট নিচ দিয়ে পাইপ সংযোগ করে নলকূপের মাথাটি ল্যাট্রিনের বারান্দায় স্থাপন করতে হবে।
- ল্যাট্রিনের প্লাস্টার শুকানোর পর রং করতে হবে। ল্যাট্রিনের বাইরের দেয়ালে অফ হোয়াইট ডিউরোসেম এবং ভিতরে অফ হোয়াইট প্লাস্টিক পেইন্ট করতে হবে। দরজায় light grey enamel paint করতে হবে।
- রং করা হলে ল্যাট্রিনের সুবিধাজনক দৃশ্যমান স্থানে ওয়াশের নির্ধারিত বার্তা লিখতে হবে। বার্তাগুলো লেখা শেষ হলে নিচের অংশে সৌজন্যে "ব্র্যাক ওয়াশ কর্মসূচি ও স্কুল কর্তৃপক্ষ" কথাটি লিখতে হবে। বার্তাগুলো লেখার জন্য ৬ফুট/৪ফুট জায়গা ব্যবহার করতে হবে এবং লাল রং দিয়ে লিখতে হবে। বার্তাগুলো হবে নিম্নরূপঃ
    ১. স্যান্ডেল/জুতা পায়ে ল্যাট্রিনে যেতে হবে
    ২. বদনা সবসময় ডান হাতে ধরতে হবে
    ৩. ল্যাট্রিন ব্যবহারের পর প্যানে পর্যাপ্ত পানি ঢেলে পরিষ্কার করতে হবে
    ৪. ল্যাট্রিন ব্যবহারের পর সাবান দিয়ে ভালভাবে দুই হাত ধুতে হবে
    ৫. ল্যাট্রিন সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

পিও/এফও কী দায়িত্ব পালন করবেন?

স্কুল স্যানিটেশন ও হাইজিন শিক্ষা কার্যক্রমে *পিও/এফও* এর ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ জরিপ থেকে শুরু করে সর্বশেষ পর্যন্ত তাদের দায়িত্ব রয়েছে। ল্যাট্রিন স্থাপনকালীন *পিও/এফও* নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবেন।

- চাহিদা অনুযায়ী মালামাল সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য ক্রয় কমিটির মাধ্যমে মান সম্মত মালামাল ক্রয় করা। মালামাল ক্রয়ের পূর্বে নিয়মমাফিক দরপত্র সংগ্রহ করে সর্বনিম্ন করদাতার কাছ থেকে মালামাল ক্রয় করা। মালামালের ক্রয়মূল্য ১০,০০০/= (দশ হাজার) টাকার বেশি হলে **চেকের মাধ্যমে বিল পরিশোধ নিশ্চিত করা**। কাঁচা বিলের মাধ্যমে টাকা পরিশোধ করলে নির্দিষ্ট টাকার রেভিনিউ স্ট্যাম্প লাগানো নিশ্চিত করা। প্রতিটি মালামালের বিল পরিশোধের পর তার ফটোকপি অফিসে সংগ্রহ করা। ল্যাট্রিন নির্মাণ বাবদ যাবতীয় খরচ রেজিস্টারে পৃথকভাবে

(ওয়াশের খরচ ও স্কুলের খরচ) লিপিবদ্ধ করা। রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয় ছকের জন্য ইতোপূর্বে প্রেরিত এ সংক্রান্ত পরিপত্র অনুসরণ করতে হবে।

- জেএসএস (টেকনিক্যাল) এর ল্যাট্রিন স্থাপনকালীন যাবতীয় কাজ সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা এবং উক্ত বিষয়গুলো নিশ্চিত করা।
- স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি/শিক্ষক মন্ডলীর সাথে পেশাগত সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে স্কুল স্যানিটেশন কার্যক্রমে আগ্রহী ও উৎসাহী করা।
- স্কুলের অন্যান্য অব্যবহৃত ও অস্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিনগুলোকে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে ব্যবহারযোগ্য করার প্রয়োজনীয় পরামর্শ/ব্যবস্থা করা।

ইউএম/আরএম/এসআরএম কী পর্যবেক্ষণ করবেন?

স্কুল স্যানিটেশন ও হাইজিন শিক্ষা কার্যক্রমকে সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য মনিটরিং ও সুপারভিশন জরুরী। স্কুলে ল্যাট্রিন স্থাপনকালীন ইউএম/আরএম/এসআরএম যাবতীয় কাজ পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করবেন। যেমন,

- উভয় পক্ষের মধ্যে চুক্তি সম্পাদন হয়েছে কি না
- নিয়মমাফিক ক্রয় কমিটি গঠন করা হয়েছে কি না এবং ক্রয় কমিটির মাধ্যমে মালামাল করা হয় কি না
- স্থান নির্বাচন সঠিক হয়েছে কি না
- নক্শা অনুযায়ী ল্যাট্রিন নির্মাণ কাজ চলছে কি না
- স্কুল স্যানিটেশন কার্যক্রমে স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি/শিক্ষক মন্ডলীর আগ্রহ আছে কি না
- যে কোন সমস্যা আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা হয় কি না
- প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে চেকের মাধ্যমে বিল পরিশোধ করা হয় কি না বা বিলে রেভিনিউ স্ট্যাম্প লাগানো হয় কি না
- বিলের ফটোকপি অফিসে সংরক্ষণ ও রেজিস্টারে খরচের হিসেব লিপিবদ্ধ করা হয় কি না
- ল্যাট্রিন নির্মাণের অনুমোদন আছে কি না এবং তা সংরক্ষণ করা হয়েছে কি না

স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি/শিক্ষক মন্ডলী কী পর্যবেক্ষণ করবেন?

স্কুলের ল্যাট্রিন নির্মাণ হলে স্কুলের স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নত হবে, ছাত্র-ছাত্রী ও তাদের অভিভাবক স্কুলের প্রতি আকৃষ্ট হবেন যা স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি তথা শিক্ষকমন্ডলীর জন্য ইতিবাচক দিক। এজন্য স্কুলে ল্যাট্রিন নির্মাণকালীন ম্যানেজমেন্ট কমিটি/শিক্ষকমন্ডলীর নিম্নের বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করা উচিত।

- ল্যাট্রিন নির্মাণের জন্য ক্রয়কৃত উপকরণসমূহ মানসম্পন্ন কি না
- ল্যাট্রিন নির্মাণ শ্রমিক ঠিকমত কাজ করছে কি না বা মালামালের অপব্যবহার হচ্ছে কি না
- কমপক্ষে একজন শিক্ষক নির্মাণ কাজের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত কি না
- স্কুলের অন্যান্য অব্যবহৃত ও অস্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিনগুলোকে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে ব্যবহারযোগ্য করা হচ্ছে কি না
- ল্যাট্রিন নির্মাণে স্কুলের খরচের হিসেব রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ হয় কি না

ল্যাট্রিন হস্তান্তর ও ওরিয়েন্টেশন

ল্যাট্রিনের কাজ চূড়ান্তভাবে সম্পন্ন হওয়ার পর স্কুল কর্তৃপক্ষকে আনুষ্ঠানিকভাবে ল্যাট্রিন হস্তান্তর করতে হবে। তবে স্কুল কর্তৃপক্ষকে ল্যাট্রিন হস্তান্তরের পূর্বে নিম্নলিখিত চেকলিস্টের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় উপকরণ নিশ্চিত করতে হবে।

- রং এর কাজ পরিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে কি না?
- ল্যাট্রিনের দেয়ালে স্যানিটেশন বার্তা লেখা হয়েছে কি না?
- পরিদর্শন পিটের কোন্ পিট খোলা বা বন্ধ তা স্কুল কর্তৃপক্ষ জানে কি না?
- বাহিরের ডাম্পার ঢাকনাসহ সঠিকভাবে নির্মাণ করা হয়েছে কি না?
- ল্যাট্রিনের ভিতর ও স্কুল ক্যাম্পাস পরিষ্কার করা হয়েছে কি না?
- ল্যাট্রিনের মধ্যে যা দেখতে হবে
    - সাবান ও সাবানদানী আছে কি না?

- বালতি, বদনা ও মগ আছে কি না?
- পেডেল লিভারযুক্ত ডাম্পার আছে কি না?
- স্যান্ডেল আছে কি না?
- ল্যাট্রিন পরিষ্কারের প্রয়োজনীয় উপকরণ (কেমিক্যাল, ব্রাশ/ঝাড়ু) আছে কি না?
- সবগুলো দরজা খোলা কিংবা লাগানো যায় কি না এবং ভিতর থেকে দরজার ছিটকিনি সহজে লাগানো যায় কি না?

- ল্যাট্রিনের বারান্দায় যা দেখতে হবে
  - বেসিন, সাবান ও সাবান দানী এবং লুকিং গ্লাস আছে কি না?
  - মেঝেতে যথাযথ ঢালুতা আছে কি না যাতে করে কোথাও পানি জমে না থাকে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ল্যাট্রিন ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ

ল্যাট্রিন ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্কুলে বিভিন্ন কমিটি গঠন এবং তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

স্টুডেন্ট ব্রিগেড ঃ

অতীত অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন সুবিধাসমূহ যদি ব্যবহারকারীরা নিজেরা রক্ষণাবেক্ষণ না করে, তবে একসময় তা পরিত্যক্ত হয়ে যায়। এই অভিজ্ঞতার আলোকে ল্যাট্রিন ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রতিটি স্কুলে একটি স্টুডেন্ট ব্রিগেড গঠন করা হয়।

স্টুডেন্ট ব্রিগেডের উদ্দেশ্য

স্টুডেন্ট ব্রিগেডের উদ্দেশ্য হচ্ছে সদস্যরা সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ল্যাট্রিন, পানির উৎস ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার রক্ষণাবেক্ষণসহ হাইজিন সংক্রান্ত অভ্যাস পালন করবে ও অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্বুদ্ধ করবে। সেই সাথে ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে পরিবার, বন্ধু-বান্ধব এবং প্রতিবেশীদের সাথে স্যানিটেশন ও হাইজিন সংক্রান্ত (জ্ঞান) বিষয়ে আলোচনা করে এবং হাইজিন সংক্রান্ত সুঅভ্যাসমূহ পালনে সহযোগিতা করে তা নিশ্চিত করবে। স্টুডেন্ট ব্রিগেড মূলত: স্কুল স্যানিটেশন বাস্তবায়ন ও স্থায়ীত্বকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

স্টুডেন্ট ব্রিগেড গঠন কাঠামো

স্কুলের ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীগণ স্টুডেন্ট ব্রিগেডের সদস্য হবেন। প্রতি ক্লাস থেকে মেধানুসারে ছয়জন ছাত্র-ছাত্রী ব্রিগেডে অন্তর্ভুক্ত হবেন। তবে গার্লস-গাইড বা বয়স্কাউটের সদস্য ও ক্লাস মনিটরের ক্ষেত্রে মেধাক্রম শিথিল করা যেতে পারে। চার শ্রেণির ৬ জন করে মোট ২৪ জন এই ব্রিগেডের সদস্য হবেন। তবে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যার উপর ভিত্তি করে সদস্য সংখ্যা বেশী করা যেতে পারে। সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীর অংশগ্রহণ সমান অনুপাতে হতে হবে। **উল্লেখ্য যে, প্রতি বছর ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্য থেকে ছয়জনকে নতুন স্টুডেন্ট ব্রিগেডের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং দশম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ ব্রিগেড সদস্যদের তালিকা থেকে বাদ দিতে হবে।**

স্টুডেন্ট ব্রিগেডে ছাত্রছাত্রীদের করণীয়

- রক্ষণাবেক্ষণ ঃ ল্যাট্রিন, টিউবওয়েল ও ময়লার গর্তসহ (ডাম্পার) অন্যান্য ভৌত অবকাঠামোসমূহের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ করা। কোন কিছু নষ্ট হয়ে গেলে সাথে সাথে মেরামতের ব্যবস্থা করা।
- পরিষ্কারকরণ ঃ ল্যাট্রিন, টিউবওয়েলের গোড়া ও ড্রেনেজ এবং ক্লাসরুম ও আঙিনা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করা।
- উপকরণ সরবরাহ ঃ ল্যাট্রিনে সাবান, স্যান্ডেল ও পানির ব্যবস্থা নিশ্চিতসহ মেরামত ও পরিষ্কারক উপকরণ সরবরাহ নিশ্চিত করা।
- উদ্বুদ্ধকরণ ঃ স্বাস্থ্যসম্মত হাইজিন অভ্যাস গড়ে তোলার লক্ষ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্বুদ্ধ করা। নতুন ছাত্র-ছাত্রীদের বিগ্রেডে অন্তর্ভুক্ত করা। বিদ্যালয় থেকে অর্জিত হাইজিন সংক্রান্ত জ্ঞান ছাত্রছাত্রীরা তাদের পরিবারে প্রয়োগ করছে কিনা তা নিশ্চিত করা, কিশোর-কিশোরীদের বয়:সন্ধিকালীন হাইজিন বার্তা জানানো।
- তহবিল সংগ্রহ ঃ যথাসময়ে উপকরণ সরবরাহ ও স্যানিটেশনের ভৌত অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণে প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহে উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- স্যানিটেশন সম্পর্কিত সামাজিক শিক্ষা ঃ স্বাস্থ্যসম্মত হাইজিন অভ্যাস গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিদ্যালয়ের শিক্ষা নিজের এলাকায় ছড়িয়ে দেয়া। সদস্যরা তাদের বাড়ির আশে-পাশে অন্তত পাঁচটি/দশটি পরিবারে নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিন সংক্রান্ত কোন সমস্যা আছে কিনা তা চিহ্নিত করা এবং তা গ্রাম ওয়াশ কমিটির মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা করা।
- পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন ঃ স্টুডেন্ট বিগ্রেডের কর্মপরিকল্পনা তৈরি, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং করা।
- অংশগ্রহণঃ স্কুল ওয়াশ কমিটির মিটিং-এ অংশগ্রহণ করা ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সহায়তা করা। স্টুডেন্ট ব্রিগেডের কাজে ছাত্র-ছাত্রী নির্বিশেষে সকলের স্বত:স্ফূর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

স্টুডেন্ট ব্রিগেড কর্তৃক কর্মপরিকল্পনা তৈরি

এটা স্বীকৃত যে, পরিকল্পনা করার অর্থ হল অর্ধেক কাজ হয়ে যাওয়া। সুতরাং স্কুল স্যানিটেশন কার্যক্রমকে সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য স্টুডেন্ট ব্রিগেড সদস্যগণ মাসের শুরুতেই কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করবে। পাশাপাশি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য তারা অঙ্গিকারাবদ্ধ হবে। মাসিক কর্মপরিকল্পনার ছক নিম্নে দেয়া হলঃ

মাসিক কর্মপরিকল্পনার ছক

মাসের নামঃ

ক্র. নং	কাজসমূহ	১ম সপ্তাহ		২য় সপ্তাহ		৩য় সপ্তাহ		৪র্থ সপ্তাহ	
		শ্রেণি	ছাত্র/ছাত্রীর নাম	শ্রেণি	ছাত্র/ছাত্রীর নাম	শ্রেণি	ছাত্র/ছাত্রীর নাম	শ্রেণি	ছাত্র/ছাত্রীর নাম
১	ল্যাট্রিন পরিষ্কার নিশ্চিত করা	৯ম শ্রেণি		৮ম শ্রেণি		৭ম শ্রেণি		৬ষ্ঠ শ্রেণি	
২	ল্যাট্রিন পরিষ্কারের উপকরণ নিশ্চিত করা								
৩	ল্যাট্রিনে পর্যাপ্ত সাবান ও পানি নিশ্চিত করা								
৪	নলকূপের গোঁড়া পরিষ্কার নিশ্চিত করা								
৫	আঙিনা পরিষ্কার নিশ্চিত করা								
৬	শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার নিশ্চিত করা								

প্রত্যেক শ্রেণির স্টুডেন্ট ব্রিগেডের সদস্যবৃন্দ নিজ নিজ শ্রেণিকক্ষের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করবে এবং সহ-শিক্ষা স্কুলের ক্ষেত্রে ছাত্র এবং ছাত্রীরা তাদের নিজেদের ল্যাট্রিন পর্যবেক্ষণ করবেন। সহ-শিক্ষা স্কুলের ক্ষেত্রে ছাত্ররা তাদের নিজেদের ল্যাট্রিনের পাশাপাশি পুরুষ শিক্ষকদের এবং ছাত্রীরা তাদের নিজেদের ল্যাট্রিনের পাশাপাশি নারী শিক্ষকদের ল্যাট্রিন পর্যবেক্ষণ করবেন।

স্টুডেন্ট ব্রিগেড কর্তৃক মনিটরিং চেকলিস্ট

ক্রমিক নং	মনিটরিং এর বিষয়		শ্রেণী	সপ্তাহের নাম	তারিখ	দায়িত্বপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর নাম	মনিটরিং ফলাফল	মন্তব্য
১	ল্যাট্রিন পরিষ্কার আছে কি না		৯ম শ্রেণি	১ম				
২	ল্যাট্রিন পরিষ্কারের উপকরণ আছে কি না	হারপিক/ফিনাইল						
		ব্রাশ/ঝাড়ু						
		অন্যান্য						
৩	ল্যাট্রিনে পর্যাপ্ত সাবান আছে কি না							
৪	ল্যাট্রিনে পর্যাপ্ত পানি আছে কি না							
৫	নলকূপের গোড়া পরিষ্কার আছে কি না							
৬	আঙিনা পরিষ্কার আছে কি না							
৭	শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার আছে কি না							
৮	ভিতরের ডাম্পার ব্যবহার হয়েছে কি না							
সাপ্তাহিক ছুটি								
৯	ল্যাট্রিন পরিষ্কার আছে কি না		৮ম শ্রেণি	২য়				
১০	ল্যাট্রিন পরিষ্কারের উপকরণ আছে কি না	হারপিক/ফিনাইল						
		ব্রাশ/ঝাড়ু						
		অন্যান্য						
১১	ল্যাট্রিনে পর্যাপ্ত সাবান আছে কি না							
১২	ল্যাট্রিনে পর্যাপ্ত পানি আছে কি না							
১৩	নলকূপের গোড়া পরিষ্কার আছে কি না							
১৪	আঙিনা পরিষ্কার আছে কি না							
১৫	শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার আছে কি না							
১৬	ভিতরের ডাম্পার ব্যবহার হয়েছে কি না							
সাপ্তাহিক ছুটি								
১৭	ল্যাট্রিন পরিষ্কার আছে কি না		৭ম শ্রেণি	৩য়				
১৮	ল্যাট্রিন পরিষ্কারের উপকরণ আছে কি না	হারপিক/ফিনাইল						
		ব্রাশ/ঝাড়ু						
		অন্যান্য						
১৯	ল্যাট্রিনে পর্যাপ্ত সাবান আছে কি না							
২০	ল্যাট্রিনে পর্যাপ্ত পানি আছে কি না							
২১	নলকূপের গোড়া পরিষ্কার আছে কি না							
২২	আঙিনা পরিষ্কার আছে কি না							
২৩	শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার আছে কি না							
২৪	ভিতরের ডাম্পার ব্যবহার হয়েছে কি না							
২৫	ল্যাট্রিন পরিষ্কার আছে কি না		৬ষ্ঠ শ্রেণি	৪র্থ				
২৬	ল্যাট্রিন পরিষ্কারের উপকরণ আছে কি না	হারপিক/ফিনাইল						
		ব্রাশ/ঝাড়ু						
		অন্যান্য						
২৭	ল্যাট্রিনে সাবান আছে কি না							
২৮	ল্যাট্রিনে পর্যাপ্ত পানি আছে কি না							
২৯	নলকূপের গোঁড়া পরিষ্কার আছে কি না							
৩০	আঙিনা পরিষ্কার আছে কি না							
৩১	শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার আছে কি না							
৩২	ভিতরের ডাম্পার ব্যবহার হয়েছে কি না							

স্কুল ওয়াশ কমিটি ঃ

স্টুডেন্ট ব্রিগেডের পাশাপাশি স্কুল পর্যায়ে একটি ওয়াশ কমিটি করা হয়েছে যার সদস্যগণ মূলত: স্কুল স্যানিটেশন ও হাইজিন শিক্ষা কার্যক্রম ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

স্কুল ওয়াশ কমিটির গঠন কাঠামো

সভাপতি	ঃ	প্রধান শিক্ষক
সহ-সভাপতি	ঃ	স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি এবং অভিভাবকবৃন্দ হতে ১ জন হিসাবে মোট দু'জন সদস্য
সদস্য-সচিব	ঃ	স্কুলের শিক্ষিকা হতে ১ জন সদস্য (শিক্ষিকা না থাকলে শিক্ষকদের মধ্য থেকে একজন বাছাই করা)
কোষাধ্যক্ষ	ঃ	স্কুল ক্যাশিয়ার- ০১ জন।
সদস্য	ঃ	০৯ জন। স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণী হতে নবম শ্রেণী পর্যন্ত ২ জনকে নিয়ে মোট ৮ জন নেয়া হবে এবং স্কুলের ১জন দপ্তরী বা আয়া হতে ১জন নেয়া হবে।

স্কুল ওয়াশ কমিটির মোট সদস্য হবে ১৪ জন।

স্কুল ওয়াশ কমিটির কাজ

- স্কুল স্যানিটেশন ও হাইজিন শিক্ষা কার্যক্রমের সার্বিক অবস্থা তদারকি করা।
- স্কুল স্যানিটেশন ও হাইজিন শিক্ষা কার্যক্রমের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়ন করা।
- স্কুল স্যানিটেশন ও হাইজিন শিক্ষা কার্যক্রম মনিটরিং ও মূল্যায়ন করা।
- নবীন শিক্ষার্থীদের ব্রিগেডে অন্তর্ভুক্তিকরণ ও দায়িত্ব বন্টন।
- তহবিল গঠন ও পরিচালনা করা।
- হাইজিন প্রমোশন বিষয়ক শ্রেণিভিত্তিক আলোচ্যসূচি নির্ধারণ
- নিয়মিত ফলোআপ মিটিং (দ্বি-মাসিক অথবা ত্রৈ-মাসিক হতে পারে) আয়োজন করা।

বার্ষিক স্কুল ওয়াশ উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা

কর্মপরিকল্পনা হল কোন কর্মসূচির প্রাণ। কর্মপরিকল্পনা ছাড়া কোন কাজ সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। স্কুল স্যানিটেশন ও হাইজিন শিক্ষা কার্যক্রমের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা তৈরির মাধ্যমে স্কুলের সার্বিক পরিবেশকে উন্নত করে তা টেকসই করতে সহায়তা করবে। স্কুল ওয়াশ কমিটির সদস্যবৃন্দ এই পরিকল্পনাটি তৈরি করবেন। নিম্নে নমুনা ছক দেয়া হলঃ

স্কুলের নামঃ .....

ঠিকানাঃ .....

ক্র. নং	কর্মসূচির নাম	লক্ষ্যমাত্রা/ সংখ্যা	সময়কাল (মাস)												দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্য
			১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	

নবীন শিক্ষার্থীদের ব্রিগেডে অন্তর্ভুক্তিকরণ ও দায়িত্ব বন্টন

ওয়াশ কর্মসূচির কার্যক্রমকে টেকসই করার জন্য স্টুডেন্ট ব্রিগেড এর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বছরের শুরুতে স্কুলে যখন নতুন শিক্ষার্থীরা ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হয় তখন তাদের মধ্য থেকে ছয়জনকে নতুন ব্রিগেড সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং নবম শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ পুরাতন ব্রিগেড সদস্যদের তালিকা থেকে বাদ দিতে হবে। নতুনভাবে অন্তর্ভুক্ত ব্রিগেড সদস্যদের স্কুল স্যানিটেশন ও হাইজিন শিক্ষা কার্যক্রম এবং তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে ওরিয়েন্টেশন প্রদান করে দায়িত্ব হস্তান্তর করতে হবে।

তহবিল গঠন

স্কুল স্যানিটেশন ও হাইজিন শিক্ষা কার্যক্রম চলমান রাখার জন্য তহবিল গঠন করা অপরিহার্য মূলতঃ তহবিল গঠনের উদ্দেশ্য হল, এসএসএইচই কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য আয়-ব্যয়ের সংস্থান করা। তহবিল গঠনে ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক/শিক্ষিকা ও স্টুডেন্ট ব্রিগেডের সদস্যদের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। তহবিল বিভিন্নভাবে গঠন করা যেতে পারে। যেমন, বছরের শুরুতে প্রত্যেক স্কুলে নতুন ক্লাসে ভর্তির জন্য সেসন ফি নির্ধারণ করা হয়। উক্ত সেসন ফি'র মধ্যে স্যানিটেশন ফি নির্ধারণ করে তহবিল গঠন করা যেতে পারে।

তহবিলের উৎস

- স্কুলের ছাত্রছাত্রী
- স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি
- কমিউনিটির দানশীল ব্যক্তিবর্গ
- স্থানীয় বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিবর্গ
- স্কুলের শিক্ষক/শিক্ষিকা

আয়-ব্যয় ব্যবহারের কৌশল ঃ

তহবিল সংগ্রহের নমুনা ছক ঃ

ক্রমিক নং	ছাত্র-ছাত্রীর নাম	রোল নং	শ্রেণী	টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
(অন্যান্যদের ক্ষেত্রে নিচের ছক)					
ক্রমিক নং	দানশীল ব্যক্তির নাম	গ্রাম	পদবী	টাকার পরিমাণ	মন্তব্য

স্কুল স্যানিটেশন ও হাইজিন এডুকেশন কার্যক্রমের উপকরণ ক্রয়ের বাজেট নিম্নোক্ত ছকের মাধ্যমে করা যেতে পারে

ক্রমিক নং	উপকরণ/বিবরণ	একক মূল্য	প্রয়োজনীয় উপকরণ সংখ্যা		মাসিক ব্যয়	বার্ষিক ব্যয়
			মাসিক	বাৎসরিক		
১.	সাবান					
২.	ল্যাট্রিন পরিষ্কারের উপকরণ (হারপিক/ফিনাইল)					
৩.	টয়লেট পেপার					
৪.	বালতি					
৫.	মগ					
৬.	বদনা					
৭.	ঝাড়ু					
৮.	ব্রাশ					
৯..	ডাষ্টবিন/ঝুড়ি (প্রতি শ্রেণিতে একটি করে)					
১০.	পানির জগ এবং গ্লাস (প্রতি শ্রেণিতে একটি করে)					
১১.	ল্যাট্রিন সংস্কার					
১২.	নলকূপ/পানির উৎস সংস্কার					
১৩.	অন্যান্য.....					
মোট প্রাক্কলিত ব্যয়						২০,০০০

ছাত্র/ছাত্রী কর্তৃক আদায়যোগ্য অর্থের মোট ব্যয় = মোট প্রাক্কলিত ব্যয় - স্কুলের তহবিল থেকে বরাদ্দ

একজন ছাত্র/ছাত্রীর বাৎসরিক প্রদত্ত টাকার পরিমাণ হবে = মোট ব্যয় ÷ মোট ছাত্র-ছাত্রী

= ২০,০০০ - ১০,০০০ ÷ মোট ছাত্র-ছাত্রী

= ১০,০০০ ÷ ৫০০ জন

= ২০ টাকা

অর্থাৎ ওয়াশ তহবিল গঠনের জন্য স্কুলে কতগুলো স্বাস্থ্যসম্মত/অস্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিন, কতগুলো নলকূপ/পানির উৎস রয়েছে এবং এগুলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কি কি উপকরণ প্রয়োজন তার তালিকা করে খরচের হিসাব করতে হবে। মোট বাৎসরিক খরচের হিসাব থেকে স্কুলের নিজস্ব তহবিল থেকে বরাদ্দকৃত অর্থ বাদ দিয়ে ছাত্র/ছাত্রীদের মাথাপিছু ওয়াশ ফি নির্ধারণ করতে হবে।

মালামাল খরচের হিসাব নিম্নোক্ত ছকের মাধ্যমে করা যেতে পারে

ক্রমিক নং	উপকরণ ক্রয়ের তারিখ	উপকরণের নাম	সংখ্যা	একক মূল্য	মোট মূল্য	ক্রেতার নাম ও স্বাক্ষর	মন্তব্য

মালামাল বিতরণের হিসাব ঃ

মাসের নাম:

ক্রমিক নং	উপকরণ	সংখ্যা	তারিখ	গ্রহণকারীর নাম ও স্বাক্ষর	প্রদানকারীর নাম ও স্বাক্ষর	মন্তব্য

হাইজিন প্রমোশন বিষয়ক শ্রেণিভিত্তিক আলোচ্যসূচি নির্ধারণ

স্কুল স্যানিটেশন ও হাইজিন শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য স্কুলের শিক্ষকমন্ডলী ও অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারীসহ সকল ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিনিয়ত হাইজিন অভ্যাস চর্চা করতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজন নিয়মিত আলোচনা। স্কুলের ক্লাস রুটিনের মধ্যে হাইজিন শিক্ষা বিষয়ক ক্লাস অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যাতে করে ছাত্র-ছাত্রীরা প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা সম্পর্কে নিজেরা অবগত হয় এবং তাদের পরিবার ও প্রতিবেশীর সাথে তা আলোচনা করতে পারে। একটি ক্লাসে সপ্তাহে একদিন ক্লাস নিতে হবে। হাইজিন শিক্ষা বিষয়ক ক্লাস নেয়ার জন্য ইতোমধ্যে প্রেরিত ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যা প্রশিক্ষণ মডিউল অনুসরণ করতে হবে এবং সেই সাথে ফ্লিপচার্ট ব্যবহার করতে হবে। স্কুল ওয়াশ কমিটির সদস্যবৃন্দ সিদ্ধান্ত নেবেন কবে, কখন, কোন ক্লাসে হাইজিন শিক্ষা বিষয়ক আলোচনা করা হবে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অবশ্যই ক্লাস রুটিনে তা অন্তর্ভুক্ত করতে এবং তা বাস্তবায়ন করতে হবে।

ফ্লিপচার্ট/পোস্টার ব্যবহারের নিয়ম

পুরাতন উপজেলার স্কুলগুলোতে ফ্লিপচার্ট প্রদান করা হলেও নতুন উপজেলার স্কুলসমূহে ফ্লিপচার্টের পরিবর্তে পোস্টার এবং এ সংক্রান্ত গাইডলাইন প্রদান করা হবে। ফ্লিপচার্ট/পোস্টার ব্যবহারের আগে ব্যবহারকারীকে অবশ্যই প্রতিটি কার্ড এবং গাইডলাইন ভালভাবে পড়ে নিতে হবে, যাতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তার সুস্পষ্ট ও সার্বিক ধারণা থাকে।

- ফ্লিপচার্টটি/পোস্টারটি অংশগ্রহণকারীদের সামনে এমনভাবে ধরতে হবে যাতে সবাই দেখতে পায়।
- সবাই যাতে ছবিগুলো স্পষ্টভাবে দেখতে পায় সেদিকে খেয়াল করতে হবে।
- আলোচনার সময় অংশগ্রহণকারীরা সবাই যাতে ছবি দেখে নিজস্ব মতামত দিতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে আলোচিত বিষয়ে তাদের ধারণা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে।

স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি/স্কুল ওয়াশ কমিটি/শিক্ষকমন্ডলী কর্তৃক পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট

- ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষ করে ছাত্রদের ল্যাট্রিন স্বাস্থ্যসম্মত ও ব্যবহার উপযোগী কি না
- ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের নিজেদের ল্যাট্রিন পরিষ্কার করে কি না

- ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের নিজেদের ল্যাট্রিন পরিষ্কার করতে দ্বিধাবোধ করে কি না
- ছাত্র-ছাত্রীদের কমনরুমে/ক্লাস রুমে নিরাপদ পানির ব্যবস্থা আছে কি না
- ক্লাসরুম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আছে কি না
- ক্লাসরুমে ঝুড়ি আছে কি না
- স্কুলের আঙিনা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আছে কি না
- স্কুলের ময়লা আবর্জনা নির্দিষ্ট স্থানে (ডাম্পার) ফেলা হয় কি না
- ওয়াশ তহবিল আছে কি না এবং তা সঠিকভাবে ব্যবহার হয় কি না
- হাইজিন শিক্ষা বিষয়ক ক্লাস নেয়া হয় কি না
- ছাত্র-ছাত্রীরা প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা সম্পর্কে জানে কি না
- স্কুলে স্যানিটারী ন্যাপকিন সরবরাহের ব্যবস্থা আছে কি না

পিও এর দায়িত্ব ও কর্তব্য

- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত মিটিং করা
- দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধকরণে স্টুডেন্ট ব্রিগেড সদস্যদের সাথে নিয়মিত মিটিং করা
- স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে মিটিং করা
- স্কুলের অব্যবহৃত ও অস্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিন সংস্কার এবং প্রয়োজনে নতুন ল্যাট্রিন তৈরির ব্যাপারে প্রধান শিক্ষক ও ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে কার্যকর যোগাযোগ করা এবং ল্যাট্রিন তৈরি নিশ্চিত করা
- ল্যাট্রিন সবসময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও ব্যবহার উপযোগী রাখার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেতন করা
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্লাশরুম ও আঙিনা পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যাপারে শিক্ষক এবং ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতন করা
- ময়লা-আর্বজনা একটি নির্দিষ্ট গর্তে ফেলার ব্যাপারে ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক ও ব্যবস্থাপনা কমিটিকে উদ্বুদ্ধ করা
- নলকূপ সবসময় সচল রাখার জন্য প্রয়োজনীয় মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ, প্লাটফর্ম ও ড্রেন পরিষ্কার রাখার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলকে উদ্বুদ্ধ করা
- ওয়াশ তহবিল গঠনের যৌক্তিকতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে শিক্ষক ও ব্যবস্থাপনা কমিটিকে উদ্বুদ্ধ করা
- হাইজিন শিক্ষা বিষয়ক অধিবেশন ক্লাসরুটিনে অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রধান শিক্ষক ও ব্যবস্থাপনা কমিটিকে উদ্বুদ্ধ করা
- হাইজিন শিক্ষা বিষয়ক অধিবেশন নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষককে উদ্বুদ্ধ করা
- নারী কর্মীর মাধ্যমে স্কুলে নিয়মিত মাসিককালীন স্বাস্থ্য পরিচর্যা বিষয়ক আলোচনা নিশ্চিত করা
- স্কুলে স্যানিটারী ন্যাপকিন সরবরাহ নিশ্চিত করা
- শিক্ষার্থীরা যাতে তাদের পরিবার ও প্রতিবেশীর সাথে নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিন সংক্রান্ত আলোচনা করে সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা
- পুরুষ শিক্ষক বা ছাত্ররা যাতে ছাত্রীদের ল্যাট্রিন ব্যবহার না করে তা নিশ্চিত করা।

পিও কর্তৃক পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট

সঠিকভাবে মনিটরিং করার জন্য থাকতে হয় চেকলিষ্ট। নিম্নে একটি নমুনা চেকলিস্ট তৈরি করা হলো :

- ল্যাট্রিনে পানি আছে কি না
- ল্যাট্রিনে স্যান্ডেল আছে কি না
- ল্যাট্রিনে বদনা আছে কি না
- ল্যাট্রিনে সাবান আছে কি না
- ল্যাট্রিন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আছে কি না
- ল্যাট্রিনের ভিতরে ডাম্পার আছে কি না
- স্কুলে নিরাপদ পানির ব্যবস্থা আছে কি না
- ক্লাসরুম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আছে কি না
- স্কুলের আঙিনা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আছে কি না
- স্কুলের আঙিনায় ডাম্পিং ব্যবস্থা আছে কি না
- ছাত্রীরা ডাম্পার ব্যবহার করে কি না

- ছাত্রীদের ল্যাট্রিন ছাত্ররা ব্যবহার করে কি না
- পুরুষ শিক্ষকবৃন্দ ছাত্রীদের ল্যাট্রিন ব্যবহার করে কি না
- ল্যাট্রিনে লিকুইড/কেমিক্যাল, ব্রাশ আছে কি না
- টিউবওয়েলের গোঁড়া পাকা কি না
- আর্সেনিক পরীক্ষা করা হয়েছে কি না
- টিউবওয়েলের কার্যকরী ড্রেনেজ ব্যবস্থা আছে কিনা
- ছাত্রীরা ল্যাট্রিন ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাঁধাপ্রাপ্ত হয় কিনা
- ল্যাট্রিন তালাবদ্ধ থাকে কিনা

উপরোক্ত বিষয়গুলো শুধুমাত্র পর্যবেক্ষণ করলেই চলবে না বরং সেগুলো নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ করতে হবে। পর্যবেক্ষণকালীন যেসব বিষয়ে সমস্যা চিহ্নিত হবে তার যথাযথ কারণ বের করে তা সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট সাথে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ করতে হবে।

ইউএম/আরএম কর্তৃক পর্যবেক্ষণ চেকলিষ্ট

- ল্যাট্রিনের যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করার পর চূড়ান্ত রিপোর্ট দেয়া হয়েছে কি না
- বাকী থাকলে কি কি কাজ বাকী আছে
- ব্র্যাকের খরচের হিসাব নিয়ে স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি/শিক্ষক মন্ডলীর ধারণা কেমন
- স্টুডেন্ট ব্রিগেড গঠন করা হয়েছে কি না
- কাদের নিয়ে স্টুডেন্ট ব্রিগেড গঠন করা হয়েছে তা অন্য শিক্ষার্থীরা জানে কি না
- স্টুডেন্ট ব্রিগেড তাদের দায়িত্ব পালন করে কি না
- স্টুডেন্ট ব্রিগেড সদস্য কতজন ও কারা দায়িত্ব পালন করে
- দায়িত্ব পালন না করলে, কেন করে না
- পিও কতদিন পরপর মিটিং করে
- গত ৬ মাসে কতবার এই স্কুলে মিটিং হয়েছে
- নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিন সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের ধারণা কেমন
- শিক্ষার্থীরা তাদের পরিবার ও প্রতিবেশীর সাথে নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিন সংক্রান্ত আলোচনা করে কি না
- স্কুল ওয়াশ কমিটি গঠন করা হয়েছে কি না
- কমিটির মিটিং নিয়মিত হয় কি না
- রেজুলেশন লেখা হয় কি না
- শিক্ষকমন্ডলী ও ম্যানেজমেন্ট কমিটির সদস্যবৃন্দের স্কুল ওয়াশ কর্মসূচি সম্পর্কে ধারণা কেমন
- শিক্ষকমন্ডলী ও ম্যানেজমেন্ট কমিটির সদস্যবৃন্দের স্কুল ওয়াশ কর্মসূচি সম্পর্কে কী কী জানে
- মাসিককালীন স্বাস্থ্য পরিচর্যা সম্পর্কে ছাত্রীরা জানে কি না
- স্কুলে স্যানিটারী ন্যাপকিন সরবরাহ আছে কি না
- ছাত্রীরা স্যানিটারী ন্যাপকিন পায় কি না বা তারা ব্যবহার করে কি না
- ওয়াশ তহবিল আছে কি না, তা সঠিকভাবে ব্যবহার হয় কি না এবং না থাকলে কেন নাই
- হাইজিন শিক্ষা বিষয়ক ক্লাস রুটিনে অন্তর্ভুক্ত আছে কি না বা না থাকলে কেন নাই
- গত ৬ মাসে কতবার কোন্ কোন্ হাইজিন শিক্ষা বিষয়ক ক্লাস নেয়া হয়েছে কি না বা না নেয়া হলে কেন হয় নাই
- পুরুষ শিক্ষক বা ছাত্ররা ছাত্রীদের ল্যাট্রিন ব্যবহার করে কি না।

স্কুলের পরিবেশ আকর্ষনীয় করার বিভিন্ন উপায়ঃ

- স্কুলে ফুলের বাগান করা। সময়োপযোগী বিভিন্ন ধরনের ফুলের চারা গাছ লাগিয়ে স্কুলের পরিবেশকে উন্নত করা যেতে পারে।
- স্কুলে ওয়াশ কর্ণার করা। এখানে নিরাপদ পানির গুরুত্ব, দূষিত পানির ভয়াবহতা বা ক্ষতিকর প্রভাব, স্যানিটেশনের গুরুত্ব এবং স্বাস্থ্যের সাথে এর সম্পর্ক এবং উন্নত স্বাস্থ্যাভ্যাস বিষয়ে কিছু লেখা থাকতে পারে যেটা একদিকে আকর্ষনীয় হবে অন্যদিকে ছাত্র-ছাত্রীদের এ বিষয়ে জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে।

রেজিস্টারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মিটিং তথ্য পূরণ ছকঃ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরণঃ সরকারী, রেজিস্টার, ব্র্যাক ও অন্যান্য প্রাথমিক, নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং বিভিন্ন মাদ্রাসা ইত্যাদি

ইউনিয়নঃ

ক্রমিক নং	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	১ম মিটিং						২য় মিটিং						মন্তব্য
		তারিখ	ছাত্র	ছাত্রী	মোট	আলোচ্য বিষয়	মিটিং পরিচালনাকারীর স্বাক্ষর, নাম ও পদবী	তারিখ	ছাত্র	ছাত্রী	মোট	আলোচ্য বিষয়	মিটিং পরিচালনাকারীর স্বাক্ষর, নাম ও পদবী	